আমীরে আহলে সুন্নাত এর বয়ান "নেকীর দাওয়াত" এর একটি পর্ব পরিমার্জন ও সংযোজন সহকারে

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০১
WEEKLY BOOKLET:301

# কারো দোষ অন্বেষণ করো না

আলিমের দোষ বর্ণনা করা নিষেধ কেন?

ফেরাউনের সংশোধনও নম্রতার সহিত

স্বর্ণের আংটি হাতে আগুন

দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্য



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# কারো দোষ অন্বেষন করো না

**আত্তারের দোয়া:** হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"কারো দোষ অন্বেষণ করো না"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে অন্যের দোষ গোপনকারী এবং তার সৌন্দর্য্যের উপর দৃষ্টি প্রদানকারী বানাও আর তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দিনে এবং রাতে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার কারণে তিনবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাকের** হক যে, তার ঐ দিনের এবং রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস ৯২৮)**

## গুনাহ থেকে নিষেধ করা কখন ফরয?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিঃসন্দেহে সুন্নাতে ভরা বয়ান করা সাওয়াবের কাজ ও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে, ওয়াজ ও নসিহতপূর্ণ বয়ান করা মুস্তাহাব কাজ, যদি না করা হয় তবে কোন গুনাহ নেই, কিন্তু কাউকে গুনাহ করতে দেখলো আর প্রবল ধারণা যে, তাকে বাধা দিলে তবে সে বিরত থাকবে, তখন কয়েক ঘণ্টার বয়ান করার তুলনায় তাকে গুনাহ থেকে নিষেধ করাতে বেশি সাওয়াব, কেননা এখন তাকে নিষেধ করা ফরয আর নিষেধ না করা লোক গুনাহগার এবং



www.dawateislami.net

জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে। যেমনটি; দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়ত" ৩য় খন্ডের ৬১৫ পৃষ্ঠায় হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী **মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যদি প্রবল ধারণা হয় যে, যদি তাকে (গুনাহ সম্পাদনকারীকে) বলে তবে সে তার কথা মেনে নিবে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকবে, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف (অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ দেয়া) ওয়াজিব, তার (অর্থাৎ কাউকে গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় দেখা লোকের) জন্য (খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা থেকে) বিরত থাকা জায়িয নয়।"

জু নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচায়ে মে দেতা হু উস কো দো'য়ায়ে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ইমামে আযম গুনাহ দেখতে পেতেন!

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ইসলামী বোনদের নামায" এর ১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কূফার জামে মসজিদের অযুখানায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন এক যুবককে অযু করতে দেখলেন, তার থেকে অযুর (ব্যবহৃত পানির) ফোঁটা টপকে পড়ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে বৎস! মা বাবার অবাধ্যতা থেকে তাওবা করে নাও। সে তৎক্ষণাৎ আরয করলো: "আমি তাওবা করলাম।" অন্য এক ব্যক্তির অযুর (ব্যবহৃত পানির) ফোঁটা টপকে পড়তে দেখলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ



www.dawateislami.net

সেই লোকটিকে বললেন: "হে আমার ভাই! তুমি যেনা থেকে তাওবা করে নাও।" সে আরয করলো: "আমি তাওবা করলাম।" আরো এক ব্যক্তির অযুর ফোঁটা টপকে পড়তে দেখে তাকে বললেন: "মদ্যপান ও গান-বাজনা শুনা থেকে তাওবা করে নাও।" সে আরয করলো: "আমি তাওবা করলাম।" হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কাশফের কারণে যেহেতু মানুষের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে যেতো, তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই কাশফ চলে যাওয়ার দোয়া করলেন, **আল্লাহ পাক** তাঁর দোয়া কবুল করে নিলেন, যার ফলে তাঁর অযুকারীদের গুনাহ ঝরতে দেখা বন্ধ হয়ে গেলো। (আল মীজানুল কুবরা, ১/১৩০)

## ইচ্ছাকৃত কারো দোষ জানতে চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম, ইমামে আযম, হযরত ইমাম আবু হানিফা নু'মান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেলায়তের দৃষ্টিতে মানুষের অযুর মাধ্যমে ঝরে যাওয়া গুনাহ অর্থাৎ অবাধ্যতাগুলো দেখে নিতেন! নিঃসন্দেহে এটি তাঁর মহান কারামত ছিলো, তবুও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মানুষের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জেনে নেয়া পছন্দ করলেন না এবং দোয়ার মাধ্যমে নিজের এই কাশফ বন্ধ করিয়ে দিলেন! এখানে ঐ সকল লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালোবাসার দাবী করে থাকে, কিন্তু জোরপূর্বক জেরা (CROSS QUESTIONS) করে মানুষের দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে থাকে, মনে রাখবেন! শরয়ী কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃত কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র



www.dawateislami.net

কুরআন "খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান" এর ৯৫০ পৃষ্ঠায় ২৬তম পারা সূরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে:

وَّلَا تَجَسَّسُوْا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না।

## আলিমের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা দুই কারণে হারাম

আর যদি সেই দোষ-ত্রুটি অপরের নিকট এভাবে প্রকাশ করলো যে, সে বুঝে নিলো এটি অমুকের দোষ, তবে এটি আরেকটি গুনাহ হলো, যদি সেই দোষ কোন আলিমে দ্বীনের হয়ে থাকে আর তা প্রকাশ করা হলো, তবে গুনাহ আরো বেড়ে গেলো। যেমনটি; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কীমিয়ায়ে সা'আদাত এ বলেন: আলিমের ভূল-ভ্রান্তি বর্ণনা করা **দুই কারণে** হারাম। **প্রথম** তো এই কারণে যে, তা গীবত। **দ্বিতীয়** এই কারণে যে, মানুষের মধ্যে সাহস সৃষ্টি হয়ে যাবে আর তারা একে দলিল বানিয়ে এর অনুসরণ করবে (অর্থাৎ নির্ভয়ে অনুরূপ ভূল করবে) এবং শয়তানও তাদের (ভূলের অনুসারীদের) সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে আর (গুনাহে নিমজ্জিত রাখার জন্য) তাদের বলবে যে, তুমি (এভাবে এভাবে করো, কেননা) অমুক আলিমের চেয়ে তো আর বেশি পরহেযগার তুমি নও। (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ১/৪১০) যত বেশি মানুষকে এই ভূল সম্পর্ক অবহিত করবে, গুনাহ ততবেশি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মুসলমানের উচিত, প্রথমতো মানুষের দোষ-ত্রুটি জানা থেকে বিরত থাকা, যদি কেউ জানাতে চায় তবুও শুনা থেকে নিজেকে বাঁচান। ধরুন কোনভাবে কারো দোষ-ত্রুটি



www.dawateislami.net

চোখে পড়ে গেলো বা জেনে গেলেন তবে তা চেপে (গোপন) রাখুন। শরয়ী বিনা কারণে কখনোই কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।

## দোষ গোপন করার ব্যপারে প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

দোষ গোপন করার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী লক্ষ্য করুন: ﴾১﴿ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে, **আল্লাহ পাক** তার দোষ প্রকাশ করবেন, এমনকি তাকে তার ঘরে লাঞ্ছিত করবেন। (ইবনে মাজাহ, ২/২১৯, হাদীস ২৫৪৬) ﴾২﴿ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতে কষ্টের মধ্যে তার কষ্ট দূর করবেন আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, তবে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৮০) ﴾৩﴿ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ দেখে তা গোপন করে, তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। (মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮৫)

## দোষ অন্বেষণ করার ৫৯টি উদাহরণ

এখানে যেসব উদাহরণ দেয়া হচ্ছে তন্মধ্যে দোষ অন্বেষণের পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে গীবত, অপবাদ এবং কুধারণা ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অধিকাংশ এমন উদাহরণ রয়েছে, যাতে নিয়্যতের সাথে আহকাম সাব্যস্ত হবে, যেমন; কর্মচারী রাখা, অংশীদারি (অর্থাৎ পার্টনারশিপ করা) বা কোথাও বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা গুনাহ নয় বরং এমন ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার উপর ওয়াজিব হলো যে, সত্য



www.dawateislami.net

তথ্য প্রদান করা আর যদি এই ধরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তবে গীবত ও অপবাদের মাধ্যমে নিজের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় তৈরি করার পরিবর্তে দোষ গোপন করার মাধ্যমে জান্নাতের হকদার হোন। কিন্তু সাধারণত বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের মাধ্যমে দোষ অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে এই নিয়্যত থাকে না, ব্যস মানুষ জিজ্ঞাসা করার খাতিরেই জিজ্ঞাসা করতে থাকে আর অনেক সময় নিজেও গুনাহে পড়ে যায় এবং প্রায় উত্তরদাতাকেও গুনাহগার বানিয়ে দেয়।

◈ কেউ বাসা ভাড়া নিলো, তখন জিজ্ঞাসা করা: বাড়িওয়ালা কেমন লোক? এই প্রশ্ন মূলত গুনাহ না হলেও কিন্তু অনেক গুনাহের কারণ হতে পারে, যেমন; ভাড়াটিয়া উত্তরে বললো: লেনদেনে স্বচ্ছ নয়, খুবই দুশ্চরিত্র আর কৃপণ। এভাবে তিনটি দোষ প্রকাশ পেলো, তাও যদি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তবেই দোষ বলা হবে আর এখন কথাগুলো বলাতে তিনটি গীবত হলো অন্যতায় অপবাদ। আর যদি শুধু এ কারণেই জিজ্ঞাসা করেছে যে, বাড়িওয়ালার দোষ সম্পর্কে জানবে, তবে এবার তা "দোষ অন্বেষণ করা" হলো, যা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ।

◈ কেউ বাসা ভাড়া দিলো, তখন জিজ্ঞাসা করলো: ভাড়াটিয়া কেমন? এই প্রশ্নটিও মূলত গুনাহ না হলেও কিন্তু কয়েকটি গুনাহের কারণ হতে পারে, যেমন; বাড়ির মালিক উত্তরে বললো: খুবই চালবাজ, কখনোই যথা সময়ে ভাড়া দেয় না, অযথা ঠুকাঠুকি করে আমার বাড়ির চেহেরাটাই পাল্টে দিয়েছে। এভাবে **তিনটি দোষ** প্রকাশ করলো, তাও যদি তার মাঝে



www.dawateislami.net

তা বিদ্যমান থাকে, তবেই দোষ বলা হবে আর এখন এসব বলা তিনটি গীবত হলো অন্যথায় অপবাদ। ◈ আপনার নতুন কর্মচারী ঠিকমত কাজ করছে কি করছে না? তাও শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত জিজ্ঞাসা করা দোষ অন্বেষণ করার অন্তর্ভূক্ত আর এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ আশংকা রয়েছে যে, যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে কর্মচারীর ব্যাপারে কাজচোর, হারামখোর ইত্যাদি বলে গুনাহগার হয়ে যাবে। ◈ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকো, ফজরের নামায পড়া হয় তো? ◈ আপনি নামায পড়েন তো? ◈ আপনার পিতা নামায পড়ে তো? ◈ তুমি এখনো নতুন কাপড় পড়োনি! ঈদের নামায পড়েছো তো? ◈ রমযান মাসে কাউকে জিজ্ঞাসা করা: ওয়াও ভাই! আজ খুবই ফ্রেশ (Fresh অর্থাৎ সতেজ) দেখাচ্ছে! রোযা রেখেছো তো? ◈ এবার রমযানে আপনি কয়টি রোযা রেখেছেন? ◈ কোন তারাবী ছাড়েননি তো?

◈ তুমি পরিপূর্ণ যাকাত দাও তো? ◈ আপনার স্ত্রী ভদ্র তো? ◈ ঝগড়া বিবাদ করে না তো? (এই প্রশ্নটি মহিলাদের মাঝে 'স্বামীর' ব্যাপারে দোষ অন্বেষণকারী) ◈ বিবাহিত মেয়ের মা'কে জিজ্ঞাসা করা: আপনার মেয়ের শাশুড়ি ভালো তো? ◈ ঝগড়াটে না তো? ◈ খাবার দাবার ঠিকভাবে দেয় তো? ◈ মেয়েকে নির্যাতন করে না তো? ◈ নিজের ছেলেকে কানপড়া দেয় না তো? ◈ ঐ যে তার তালাকপ্রাপ্তা ননদ ঘরে থাকে, সে সমস্যা করে না তো? ◈ ছেলের বিয়ের পর তার মা'কে জিজ্ঞাসা করা: এখন ছেলে আপনার খেয়াল রাখে তো নাকি? ◈ আগের মতো বেতন পেয়ে আপনার হাতে তুলে দেয় নাকি নিজের স্ত্রীকে দেয়? ◈ বউ কালো যাদুর মাধ্যমে তাকে নিজের করে নেয়নি তো? বউ ভালো



www.dawateislami.net

তো নাকি? ◈ তাবিয করে না তো? ◈ উঁচু গলায় কথা বলে না তো? ◈ আপনাকে সম্মান করে তো? ◈ সেদিন অমুকের ঘর থেকে উচ্চস্বরে কথা বলার আওয়াজ আসছিলো, কে কে ঝগড়া করছিলো?

◈ হ্যাঁ ভাই! তার স্বামী অনেক বড় অত্যাচারী, বেচারীকে বিনা দোষে মারধর করে না তো? ◈ বরকে জিজ্ঞাসা করা: শশুড় সাহেব যৌতুক প্রদানে কার্পণ্য করেনি তো? ◈ সেদিন তো খুব ঘটা করে শশুড় বাড়ি গিয়েছিলে, শশুড় সাহেব ঠিকমতো সমাদর করেছে তো? ◈ ভালোভাবে সম্ভাষণ করেছে তো? ◈ বিবাহিত ইসলামী ভাইকে জিজ্ঞাসা করা: আপনার বাচ্চার মা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তো? ◈ আপনার ভাইদের সাথে পর্দা করে তো? ◈ বেপর্দা ঘুরাফেরা করে না তো? ◈ আপনার বস (BOSS-মালিক) লোক তো ভালো নাকি? ◈ কৃপণ নয় তো? ◈ চরিত্রহীন তো না? ◈ কর্মচারীদের গালমন্দ করে না তো? ◈ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিনা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা: তোমাদের অমুক শিক্ষক কেমন পড়ায়? ◈ তার পড়ানো কিছু বুঝে আসে তো? ◈ কারো মেহমানকে জিজ্ঞাসা করা: হ্যাঁ ভাই! তার মেহমানদারীতে মজা পাচ্ছো তো নাকি? ◈ সে আপ্যায়নকারী কেমন? ◈ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অমুক হালকার নতুন নিগরানকে আপনার কেমন লাগলো? ◈ ইসলামী ভাইদের ধমকায় না তো? ◈ নিগরানের নিকট জিজ্ঞাসা করা: অমুক মুবাল্লিগ কি আপনার আনুগত্য করে, নাকি নিজের ইচ্ছেমতো চলে? ◈ অমুককে সাংগঠনিক যিম্মাদারী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কাজ কি দূর্বল ছিলো? ◈ অমুক শিক্ষক বা নাযিমকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে, তিনি কি কোন সমস্যা করেছেন?



www.dawateislami.net

◈ কোন মুবাল্লিগকে জিজ্ঞাসা করা: সত্যকরে বলুন তো, আপনি কি আজকের বয়ান নিজের বাহবা কুড়ানোর জন্য করেছেন নাকি **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য? ◈ কোন নাতের মাহফিলে অনুপস্থিত থাকা নাতখাঁ'কে জিজ্ঞাসা করা: অমুক জায়গায় তুমি নাত পড়ার জন্য এই কারণেই আসোনি যে, এখানে "কিছু" পাবে না? ◈ আপনি কি শুধু মাদানী চ্যানেলই দেখেন নাকি অন্যান্য চ্যানেলের গুনাহেপূর্ণ প্রোগ্রামগুলোও দেখেন? ◈ নাটক সিনেমা দেখেন না তো? ◈ অমুক অফিসার আপনার কাজটি ফ্রিতেই করে দিয়েছেন তাই না? টাকা পয়সা কিছু চায়নি তো? ◈ অমুকের গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে আপনি আঘাত পেলেন, দোষ কি তার ছিলো নাকি আপনার? ◈ অমুক ডাক্তার ভালোভাবে চেকআপ করেছেন তো, নাকি এমনিতেই ফিস নিয়ে নিয়েছে? ◈ তালাকদাতা বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা: বন্ধু! তুমি তাকে কেনো তালাক দিলে? (এই প্রশ্নে সাধারণত ভালোভাবে গুনাহের দরজা খুলে যায়)। ◈ (অযথা জিজ্ঞাসা করা) ঐ দোকানদার লোকটি কেমন? ◈ ঠকায় না তো? ◈ লুট করে না তো? (অর্থাৎ চড়া দামে মাল বিক্রি করে না তো?) ◈ তাকে দেখতে তো খুবই ভদ্র মনে হয়, আপনি তো জানেন, ফটকাবাজ নয় তো? ◈ আপনার নতুন প্রতিবেশী কেমন? এড়িয়ে চলবেন, আমার তো ভালো লোক মনে হচ্ছেনা!

কিসি কি খামিয়াঁ দেখে না মেরি আঁখে অউর
সুনে না কান ভি আইবোঁ কা তাযকিরা ইয়া রব

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)**

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



www.dawateislami.net

## মিষ্টি কথায় মনের দুনিয়া পাল্টে দিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক প্রশ্নাবলী ও মানুষের দোষ অন্বেষণ ও কারো সম্পর্কে জানার ঘৃণ্য অভ্যাস ত্যাগ করতে, কেউ কারো দোষ বর্ণনা করা শুরু করলে তবে তাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া এবং সম্ভব হলে তার দোষ প্রকাশ করার মন্দ স্বভাব দূর করার প্রেরণা পেতে, গীবত, চুগলি এবং কুধারণা থেকে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর আগ্রহ পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত থাকুন, নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, নেক আমল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন এবং এতে অটলতা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন "আমলের পর্যবেক্ষণ" করে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করতে থাকুন এবং প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন আর এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাই। বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা: সৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার কারণে আমি গান-বাজনা শুনা এবং সিনেমা-নাটক দেখার মতো গুনাহে নিমজ্জিত ছিলাম, আমার জীবনের দিন ও রাত অবাধ্যতায় কাটছিলো। আমার ভালো হওয়ার কারণ এরূপ ছিলো যে, একদিন আমাদের এলাকার একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র



www.dawateislami.net

মুবাল্লিগ আশিকে রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাত হয়ে গেলো, সালাম ও মুসাফাহার (অর্থাৎ হাত মেলানোর) পর খুবই সুন্দরভাবে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে আমার নিকটও আমার নাম ইত্যাদি জানতে চাইলেন আর নিজের মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এর আলোকে **একক প্রচেষ্টা** করতে গিয়ে নেকীর প্রতি আগ্রহ ও গুনাহের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা দিতে শুরু করলেন এবং এ প্রসঙ্গে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণের সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকতে দৃশ্যমান হওয়া আশ্চর্যজনক "মাদানী বাহার" উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে শুনালেন। তার মিষ্টি কথা আমার মনের দুনিয়াই পাল্টে দিলো এবং আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে আজীবনের জন্য সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীনি পরিবেশের বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেকীর প্রতি ভালোবাসা এবং নিয়মিত নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো আর **আল্লাহ পাকে**র হকের পাশাপাশি বান্দার হক আদায়েরও মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেলো।

হে ফালাহ ও কামরানী নরমি ও আ'সানি মে
হার বনা কাম বিগড় জাতা হে নাদানি মে
ডুব সাকতি হি নেহি মউজোঁ কি তুগইয়ানি মে
জিস কি কাশতি হো মুহাম্মদ কি নিগাহবানি মে

## নম্রতার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই "মিষ্টি কথা" ভালো প্রভাব বিস্তার করে এবং এতে পাষাণ হৃদয়ও মোমের মতো গলে যায়, অতএব **একক প্রচেষ্টা** করার সময় সর্বদা নম্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ। দা'ওয়াতে



www.dawateislami.net

ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৫৭২ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে পাক রয়েছে: যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৫ {২৫৯২})

ইলাহী হুসনে আখলাক আউর নরমি কি সাআ'দাত দেয়
গুনাহোঁ পর নাদামাত দেয়, সাদাকাত দেয় শারাফাত দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ফেরাউনের কাছে নেকীর দাওয়াতের জন্য পাঠানোতে নম্রতার আদেশ

যদি দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্তদের স্বভাবে রাগ, খিটখিট মেজাজ এবং মন্দ স্বভাব থাকে, তবে সাফল্য লাভ করা কঠিন, সুতরাং নিজের স্বভাব সংশোধন করুন আর এমনিতেই যার মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজের আগ্রহ রয়েছে তার জন্য ঠান্ডা স্বভাবের হওয়া জরুরী, কেননা অযথা কঠোরতা প্রদর্শন করাতে প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছতে পৌঁছতে বিগড়ে যায়। নম্রতার গুরুত্ব এই ঘটনাটি দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন। যেমনটি বর্ণিত আছে: কোন ব্যক্তি মামুনুর রশীদের প্রতি জবাবদিহীতা চাইলো (অর্থাৎ কোন এক দোষের জন্য প্রশ্ন করলো) এবং তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বললো এতে মামুনুর রশীদ বললেন: হে যুবক! **আল্লাহ পাক** যখন তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে যখন আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট পাঠালেন, তখন তাঁকে আদেশ দিলেন যে, তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, অর্থাৎ হযরত মূসা এবং হারূন عَلَيْهِمَا السَّلَام কে (যাঁরা



www.dawateislami.net

তোমার চেয়ে উত্তম) ফেরাউন (যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট) এর নিকট যখন পাঠালেন, তখন ইরশাদ করেন:

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّیِّنًا

(পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে।

(ইত্তেহাফুস সাদাতি লিয যুবাইদি, ৮/১০৪)

## মদ্যপায়ীকে পুলিশে দেয়া কেমন?

রাসূলের সাহাবা হযরত উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর লিখক হযরত আবু হাইসম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি হযরত উকবা বিন আ'মের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে আরয করলাম: "আমার প্রতিবেশী মদ্যপান করে আর আমি পুলিশ ডেকে তাকে গ্রেফতার করাতে চাই।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উত্তরে বললেন: এরূপ করো না, তাকে উপদেশ দাও। আরয করলেন: আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছি, কিন্তু সে বিরত হচ্ছে না, (তাই এখন) আমি পুলিশকে তাকে গ্রেফতার করাতে চাই। এ কথা শুনে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: এরূপ করো না, নিশ্চয় আমি **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি কারো দোষ গোপন করলো, সে যেনো জীবিত কবর দেয়া কন্যা সন্তানকে তার কবরে জীবিত করলো (অর্থাৎ তার জীবন বাঁচালো)।

(আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ১/৩২৭, হাদীস ৫১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ পান করা নিঃসন্দেহে খুবই মন্দ ও অনেক বড় গুনাহ, কিন্তু যে ব্যক্তি লুকিয়ে এরূপ করে নিঃসন্দেহে তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাওবা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন, কিন্তু তা গোপন রাখা আবশ্যক।



www.dawateislami.net

## ﴾১﴿ মদ সিরকায় পরিণত হয়ে গেলো! কিভাবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ্যপায়ীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে ধ্বংস, তাদের তাওবা করে নেয়া উচিত, শিক্ষার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত "তাওবা কি রেওয়ায়াত ও হেকায়াত" কিতাবে বর্ণিত দু'টি ঈমান সতেজকারী ঘটনা প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সহকারে উপস্থাপন করা হলো: আমীরুল মুমিনীন, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا একটি পবিত্র গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এক যুবকের সামনাসামনি হয়ে গেলেন, সে কাপড়ের নিচে একটি বোতল লুকিয়ে রেখেছিলো। হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: "হে যুবক! তুমি কাপড়ের নিচে এটি কি লুকিয়ে রেখেছো?" সেই বোতলে মদ ছিলো, যুবকটির সেটা মদ বলতে সাহস হলো না, সে মনে মনে দোয়া করলো: "**হে আল্লাহ পাক!** আমাকে হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো না, তাঁর সামনে আমার দোষ গোপন করো, আমি তাওবা করছি, ভবিষ্যতে কখনোই মদ পান করবো না।" এরপর যুবকটি আরয করলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি সিরকার বোতল নিয়ে যাচ্ছি।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমাকে দেখাও!" যখন সে বোতলটি তাঁর সামনে ধরলো আর হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা দেখলেন, তখন আসলেই তা সিরকাই ছিলো। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ২৭, ২৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



www.dawateislami.net

## ﴾২﴿ মদ্যপায়ী যুবক বেলায়তের মর্যাদায়!

سُبْحٰنَ الله! তাওবারই কিরূপ বাহার যে, তাওবার বরকতে মদ "সিরকা"য় পরিবর্তন হয়ে গেলো! আরেক **মদ্যপায়ী যুবকে**র ঘটনা শুনুন, যে তাওবা করে অনেক উচ্চ মর্যাদা অর্জন করলো। যেমনটি; হযরত উতবাতুল গোলাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তখন যুবক ছিলেন এবং (তাওবা করার পূর্বে) ফাসিক, গুনাহগার ও **মদ্যপানে** প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মজলিশে আসলেন। হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীর করছিলেন:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১৬)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** ঈমানদারদের জন্য কি এখনও ঐ সময় আসে নি যে, তাদের অন্তর সমূহ **আল্লাহ**র স্মরণে ঝুঁকে পড়বে?

তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী বয়ান করলেন, মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। এক যুবক দাঁড়িয়ে বললো: "জনাব! **আল্লাহ পাক** কি আমার মতো ফাসিক ও গুনাহগারের তাওবা কবুল করবেন, যখন আমি তাওবা করবো?" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** তোমার তাওবা কবুল করবেন। যখন উতবাতুল গোলাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই কথা শুনলেন, তখন তাঁর চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে গেলো, সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো, চিৎকার করে উঠলেন আর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। যখন তিনি হুঁশে ফিরে এলেন, তখন হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর নিকটে এসে এই পংক্তি পাঠ করলেন:

اَيَا شَابًّا لِّرَبِّ الْعَرْشِ عَاصِىْ    اَتَدْرِىْ مَا جَزَاءُ ذَوِى الْمَعَاصِىْ



www.dawateislami.net

(হে আরশের প্রতিপালকের অবাধ্য যুবক! তুমি কি জান যে, গুনাহগারের শাস্তি কি?)

سَعِيْرٌ لِّلْعُصَاةِ لَهَا زَفِيْرٌ وَغَيْظٌ يَوْمٍ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ

(অবাধ্যদের জন্য রয়েছে গর্জনকারী জাহান্নাম, যাতে থাকবে গর্জন আর যেদিন কপাল ধরে পাকড়াও করা হবে, সেদিন আযাবের বর্ষণ হবে)

فَاِنْ تَصْبِرْ عَلَى النِّيْرَانِ فَاعْصِهُ وَاِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِيْ

(অতএব যদি তুমি আগুনে ধৈর্য্যধারণ করতে পারো, তবে অবাধ্যতা করো অন্যথায় অবাধ্যতা থেকে দূর হয়ে যাও)

وَفِيْمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِي الْخَلَاصِيْ

(তুমি যেই গুনাহ করেছো তাতে তুমি নিজের নফসকে ফাঁসিয়ে দিয়েছো, তবে এখন মুক্তির জন্য চেষ্টা করো)

উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর ভাবাবেগ অব্যাহত ছিলো, যখন হুশ ফিরে এলো তখন বলতে লাগলেন: "হে শায়খ! আমার মতো নিকৃষ্টের তাওবাও কি **আল্লাহ পাক** কবুল করবেন?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "কেন করবেন না, **আল্লাহ পাক তাঁর** গুনাহগার বান্দাদের তাওবা ও ফরিয়াদ কবুল করেন।" অতঃপর হযরত উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনটি দোয়া করলেন:

﴿১﴾ "হে আমার **আল্লাহ পাক**! যদি তুমি আমার তাওবা কবুল করে নাও ও আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও, তবে আমাকে এমন প্রজ্ঞা (সংবেদনশীলতা) ও স্মরণ শক্তি দান করো, যেনো দ্বীনের ইলম এবং কুরআনে করীম থেকে যা শুনি মুখস্থ হয়ে যায়। ﴿২﴾ **হে আল্লাহ পাক!**



www.dawateislami.net

আমাকে সুকণ্ঠের মর্যাদা দ্বারা ধন্য করো যে, যদি কোন পাষাণ হৃদয়ও আমার কিরাত শুনে তবে যেনো তার অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। ﴾৩﴿ **হে আল্লাহ পাক!** হালাল রিযিক দান করো আর এমন স্থান থেকে রিযিক দাও, যার কল্পনা আমার ধ্যানেও নেই।" **আল্লাহ পাক** তাঁর সকল দোয়া কবুল করেন। তাঁর স্মরণশক্তি খুবই প্রখর হয়ে গেলো, যখন তিনি কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর তিলাওয়াত শুনে গুনাহগার তাওবা করে নিতো, তাঁর ঘরে প্রতিদিন তরকারীর একটি পাত্র ও দু'টি রুটি রাখা হতো আর কেউ জানতো না যে, কে রেখে যেতো। এই অবস্থাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ২৮, ২৯ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## স্বর্ণের আংটি পরিধানকারীর সংশোধন

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের সাথে মেলামেশাকারীদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট থাকতেন। যেমনটি; দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত "মলফুযাতে আ'লা হযরত" কিতাবের ৩০৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিষয়বস্তুর সারমর্ম হলো: আসরের নামাযের পর খুবই মনোরম পরিবেশ ছিলো, দূর দূরান্ত থেকে আগত লোকেরা মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একজন সত্যিকারের আশিকে রাসুলের যিয়ারত ও সাক্ষাত দ্বারা নিজেদের অন্তরকে ধন্য করছিলো। এমন সময় এক ব্যক্তি স্বর্ণের আংটি পরিধান করে উপস্থিত হলো, তখন হামিয়ে সুন্নাত, আ'লা হযরত



www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ অসৎকাজে বাধা দেয়া) এর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিছুটা এভাবে বললেন: "পুরুষের স্বর্ণ পরিধান করা হারাম, শুধুমাত্র একটি পাথরের রূপার আংটি যা সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম) এর কমের হবে তার অনুমতি রয়েছে। কোন পুরুষ স্বর্ণ, তামার বা পিতল ইত্যাদি যেকোন ধাতবের আংটি পরিধান করা বা রূপার সাড়ে চার মাশা বা এর চেয়ে বেশি ওজনের একটি আংটি পরিধান করে অথবা একাধিক আংটি পরিধান করে যদিও সব মিলিয়ে সাড়ে চার মাশার কম হয়, তবে তার নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে।" (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩০৯ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যা **ইয়াদা** করা (অর্থাৎ পুনরায় পড়ে দেয়া) ওয়াজিব। ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যেই বিষয়ে বান্দাদের প্রতি আদেশ রয়েছে তা পালন করাতে কোনরূপ সমস্যা হলে তবে সেই সমস্যা দূর করার জন্য সেই আমলটি পুনরায় আদায় করাকে **এয়াদা** বলা হয়। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬২৯) আল্লাহ পাকের রহমত আ'লা হযরতের উপর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## হায়! আমরাও যদি গুনাহ থেকে পরিত্রাণদাতা হতাম

হায়! আমরা আ'লা হযরতের সকল গোলামরাও যদি "নেকীর দাওয়াত" দেয়া এবং মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট হতাম, এ কথা মনে রাখবেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নাজায়িয আংটি বা ধাতুর তৈরি রিং অথবা গলায় যে কোন ধাতব চেইন পরিধান করে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর প্রবল ধারণা হয় যে, নিষেধ করলে তবে সে মেনে নিবে,



www.dawateislami.net

তবে তার নিষেধ করা ওয়াজিব, নিষেধ না করলে গুনাহগার হবেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৪২৪ পৃষ্ঠার থেকে প্রথমে দু'টি হাদীসে মুবারাকা লক্ষ্য করুন, এরপর আংটির ব্যাপারে নেকীর দাওয়াত সম্বলিত আরো কিছু মাদানী ফুল গ্রহণ করুন।

## ﴾১﴿ স্বর্ণের আংটি ... আগুনের কয়লা

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলেন, তখন তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইরশাদ করলেন: কেউ কি নিজের হাতে আগুনের কয়লা রাখে? যখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কেউ তাকে বললো: তোমার আংটি কুঁড়িয়ে নাও (আর ব্যবহার করার পরিবর্তে) অন্য কোন কাজে ব্যবহার করো। সে বললো: **আল্লাহর** শপথ! **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যা ফেলে দিয়েছেন, আমি তা কখনো কুঁড়িয়ে নিবো না।

**(সহীহ মুসলিম, ১১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৯০)**

## ﴾২﴿ মুর্তি ও জাহান্নামীদের অলংকার

তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিহিত ছিলো, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ব্যাপার কি, তোমার থেকে মুর্তির গন্ধ আসছে? সে ব্যক্তি সাথে সাথেই আংটি ফেলে দিলো, অতঃপর লোহার আংটি পরিধান করে এলো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:



www.dawateislami.net

কী ব্যাপার, তুমি জাহান্নামীদের অলংকার পরিধান করে আছো? তাও ফেলে দিলো এবং আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিসের আংটি বানাবো? ইরশাদ করলেন: রূপার আংটি বানাও আর এক মিসকাল পূর্ণ করো না। (অর্থাৎ সাড়ে চার মাশার চেয়ে কম যেনো হয়)

(সুনানে আবু দাউদ, ৪/১২২, হাদীস ৪২২৩)

# আংটি সম্পর্কীত ১৯টি মাদানী ফুল

◈ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা **হারাম**। **"প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস ৫৮৬৩) ◈ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার পরানো **হারাম** এবং যে পরাবে সে গুনাহগার হবে। অনুরূপভাবে ছেলে শিশুর হাতে পায়ে বিনা প্রয়োজনে মেহেদী লাগানো নাজায়িয। মহিলারা নিজেরা তাদের হাতে পায়ে লাগাতে পারবে, কিন্তু ছেলেদেরকে লাগিয়ে দিলে গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২৮। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) কন্যাশিশুদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগাতে কোন বাধা নেই। ◈ লোহার আংটি জাহান্নামীদের অলংকার। (তিরমিযী, ৩/৩০৫, হাদীস ১৭৯২) ◈ পুরুষের জন্য ঐ আংটিই জায়িয যা পুরুষদের আংটির মতোই হবে অর্থাৎ শুধু একটি পাথর বিশিষ্ট হবে আর যদি তাতে (একের অধিক) কয়েকটি পাথর থাকে, তবে যদিও তা রূপারই হয়, পুরুষে জন্য নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৭) ◈ পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা **নাজায়িয**, কেননা এটি আংটি নয় বরং রিং। ◈ হুরূফে মুকাত্তাআত খুদিত আংটি পরিধান করা জায়িয, কিন্তু হুরূফে মাকাত্তাআত খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা বা মুসাফাহার সময় হাত



www.dawateislami.net

মিলানো ব্যক্তিটির এই আংটি অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ হয়ে যাওয়া জায়িয নেই। ◈ অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য একাধিক (জায়িয) আংটি পরিধান করা বা (একাধিক) রিং পরিধান করাও নাজায়িয, কেননা এটি (রিং) আংটি নয়। মহিলারা রিং পড়তে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২৮) ◈ এক পাথর বিশিষ্ট রূপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম) থেকে কম ওজনের হয় তবে তা পরিধান করা জায়িয, যদিও মোহরের প্রয়োজনে না হয়, (কিন্তু) তা পরিহার করা (অর্থাৎ যার ষ্টাম্পের প্রয়োজন নেই, তার জন্য জায়িয আংটিও পরিধান না করা) উত্তম আর (যার আংটিকে মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার জন্য) মোহরের জন্য (পরিধান করাতে) শুধু জায়িযই নয় বরং **সুন্নাত**, অবশ্য অহংকার প্রদর্শন বা মেয়েদের ষ্টাইল অথবা অন্য কোন ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে হলে তবে একটি আংটিই নয়, এই নিয়্যতে তো উত্তম পোশাক পরিধান করাও জায়িয নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৪১) ◈ দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৯, ৭৮০) কিন্তু পুরুষরা সেই জায়িয আংটিই পরিধান করবে। ◈ আংটি তাদের জন্যই **সুন্নাত**, যাদের মোহর করার (অর্থাৎ ষ্টাম্প লাগানোর) প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন; বাদশাহ ও বিচারক এবং ওলামা যাঁরা ফতোয়ায় (আংটি দ্বারা) মোহর করেন (অর্থাৎ স্টাম্প লাগান), তাঁরা ব্যতীত অন্যদের জন্য যাদের মোহরের প্রয়োজন নেই, **সুন্নাত** নয়, অবশ্য পরিধান করা জায়িয। (আলমগিরী, ৫/৩৩৫) বর্তমানে আংটি দ্বারা মোহর করার প্রচলন আর নেই, বরং এই কাজের জন্য "স্ট্যাম্প" বানানো হয়, সুতরাং যাদের মোহর লাগানোর প্রয়োজন নেই, সেসব বিচারক ইত্যাদির জন্যও আংটি পরিধান করা **সুন্নাত** রইলো না।



www.dawateislami.net

◈ পুরুষের উচিৎ যে, আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে আর মহিলারা পাথর হাতের পিঠের দিকে রাখবে। (আল হিদায়া, ৪/৩৬৭) ◈ রূপার রিং বিশেষত মহিলার অলংকার, পুরুষদের পক্ষে মাকরূহ (তাহরীমি, নাজায়িয ও গুনাহ)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৩০) ◈ মহিলারা স্বর্ণ বা রূপার যতো খুশি আংটি এবং রিং পরিধান করতে পারবে, এতে ওজন এবং পাথরের সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ◈ লোহার আংটির উপর রূপার খোল চড়িয়ে দিলো যে, লোহা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না, এমন আংটি পরিধান করার (পুরুষ বা নারী কারো জন্য) নিষেধাজ্ঞা নেই। (আলমগিরী, ৫/৩৩৫) ◈ উভয় হাতের যে কোন এক হাতে আংটি পরিধান করতে পারবে, তবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৬) ◈ মান্নতের কিংবা দম করা ধাতুর (METAL) তৈরি চেইনও পুরুষের পরিধান করা নাজায়িয ও গুনাহ, অনুরূপভাবে ◈ মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কিংবা আজমীর শরীফের রূপা বা অন্য যেকোন ধাতুর রিং এবং ষ্টাইলের আংটিও জায়িয নেই। ◈ জ্বীনে ধরা ও অন্যান্য রোগের জন্য ফুঁক দেয়া রূপা বা যেকোন ধাতুর তৈরি রিংও পুরুষের জন্য জায়িয নেই। ◈ যদি কোন ইসলামী ভাই ধাতুর কড়া বা ধাতুর রিং, নাজায়িয আংটি বা ধাতুর চোইন (BRACELET - CHAIN) পরিধান করে, তবে শরয়ীভাবে আবশ্যক যে, এক্ষুণি খুলে নিয়ে তাওবা করে নিন আর আগামীতে না পরার অঙ্গীকার করুন। তাছাড়া অন্য কোন ইসলামী ভাইকেও তা পরিধান করতে দিবেন না।

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি কবর মে ওয়ারনা সাযা হোগি কাড়ি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো

নাজায়িয আংটি ইত্যাদি থেকে নিজে বেঁচে থাকা ও অপরকে বাঁচানোর প্রেরণা পেতে, গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ, নেককার হওয়া ও বানানো এবং নেকীর দাওয়াতের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য চেষ্টা করতে থাকুন, নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, **নেক আমল** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন আর এতে অটলতা পেতে প্রতিদিন **"আমলের পর্যবেক্ষণ"** করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের কাছে জমা করিয়ে দিন এবং এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অর্জনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি **মাদানী বাহার** শুনাই। যেমনটি; পিন্ডি ঘিপের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা অনেকটা এরূপ: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর পানাহ! আমি নামায থেকে অনেক দূরে গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম এবং খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনায় ঘরে টিভিতে নাটক, সিনেমা দেখা, গান-বাজনা শুনাতে নিজের সময় নষ্ট করছিলাম। তাওবার পথে আমার যাত্রার শুরু কিছুটা এভাবেই হলো: ১৪২৯ হিঃ (২০০৮ সাল) রমযানুল মুবারকের এক দিন ক্যাবলে বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি **মাদানী চ্যানেলে** পড়ে গেলো। আমি এমন অভিভূত হয়ে



www.dawateislami.net

গেলাম যে, দেখতেই রইলাম! মাদানী চ্যানেল আমার খুবই ভালো লাগলো এবং আমি মাদানী চ্যানেল রীতিমতো দেখতে রইলাম। মাদানী চ্যানেলের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ধীরে ধীরে দ্বীনি পরিবেশের কাছাকাছি হতে থাকি। শাওয়ালুল মুকাররমের (১৪২৯ হিঃ) শেষ দশকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা মাদানী চ্যানেলে সরাসরি (Live) দেখানো হচ্ছিলো। ইজতিমার শেষ দিনে বিশেষ পর্বে মাদানী চ্যানেলে মুবাল্লিগের হৃদয়গ্রাহী বয়ান "জুলুমের পরিণতি" শুনে আমরা পরিবারের সবাই **আল্লাহভীতি**তে কেপেঁ উঠলাম, আতঙ্কে সাথে সাথেই নিজেদের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه সবাই হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সিলসিলার মুরীদ হয়ে কাদেরী রযবী হয়ে গেলাম। **আল্লাহ পাকের** রহমতে আমাদের বংশে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাও একক প্রচেষ্টার বরকতে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সিলসিলার মুরীদ হয়ে গেলো। এই লেখাটি লেখার সময় আমি ইলমে দ্বীনের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নেয়ার লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচালনাধীন জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নেজামী তথা 'আলিম কোর্স' করার জন্য ভর্তিও হয়ে গেলাম।

এ্যয় গুনাহো কে মরিযো! চাহতে হো গর শিফা
অ'ন করতে হি রাহো তুম মাদানী চ্যানেল কো সদা
ইস মে ইসইয়া সে হিফাযত কা বহুত সামান হে
اِنْ شَآءَاللّٰه খুলদ মে ভি দাখেলা আসান হে
মাদানী চ্যানেল সে নবী কি সুন্নাতোঁ কি ধূম হে
ইস লিয়ে শয়তাঁ লাঈন রঞ্জুর হে মাগমূম হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## আমরা দুনিয়ায় কেনো এলাম?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সুন্নাতে ভরা বয়ান **"জুলুমের পরিণতি"** যা শুনে পুরো পরিবার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, তা আপনারাও কমপক্ষে একবার অবশ্যই শুনে নিন। এই বয়ান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও শুনতে পারবেন। বয়ানের পুস্তিকা **"জুলুমের পরিণতি"**ও মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে পড়ুন বরং অধিকহারে কিনে নিজের মরহুম আত্মীয়ের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন। এই **মাদানী বাহার** থেকে জানা গেলো, যেই কাজ একজন মুবাল্লিগ করতে পারেনা اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই কাজ **মাদানী চ্যানেল** করে দেখাচ্ছে অর্থাৎ গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত সমাজের ঐ সকল মানুষ, যারা মসজিদে যায় না, কখনো সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করে না, ওলামায়ে কিরাম ও **আল্লাহ**র নেককার বান্দা এবং মাদানী অবয়ব সম্পন্য দাঁড়ি ও পাগড়ি সম্পন্ন আশিকানে রাসূলের সাথে মেলামেশা করার প্রতি আগ্রহ রাখেনা, **মাদানী চ্যানেল** তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছে, সৌভাগ্যবানদেরকে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি অবনত করছে এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের সূধা পান করাচ্ছে। নিঃসন্দেহে দুনিয়ায় আমরা এমনি আসিনি অর্থাৎ শুধু দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ ও এখানকার আরাম আয়েশ থেকে মজা নেয়ার জন্য আসিনি, আমাদেরকে এখানে ইবাদত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, অতঃপর নির্ধারিত সময়ে আমরা না চাইলেও মৃত্যু আমাদের নিয়ে যাবে আর অন্ধকার কবরে একাকী নামিয়ে দেয়া হবে, জানি না কত হাজার বছর কবরে কাটিয়ে পুনরায় হাশরে উঠানো এবং কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে।



www.dawateislami.net